দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 0 MAY 2012
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

আসন সংকট নেই, রয়েছে ভালো কলেজের সংকট

একাদশ শ্রেণীতে ভর্তি শুরু ১২ মে, ক্লাস ১ জুলাই

নিজামুল হক

দেশে যত সংখ্যক ভালো স্কুল রয়েছে তার তুলনায় দশভাগের একভাগও ভালো কলেজ নেই। আর এ কারণে সদ্য প্রকাশিত এসএসসি পরীক্ষার ফলাফলে সাফল্যে শিক্ষার্থী-অভিভাবকরা উচ্ছ্বসিত হলেও এখন উচ্চ মাধ্যমিকে ভর্তি নিয়ে দুশ্চিন্তায় আছেন তারা।

অভিভাবকদের অভিযোগ: বেশি সংখ্যায় শিক্ষার্থী পাস করানোর ক্ষেত্রে সরকার উৎসাহী হলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মান বাড়ানোর ক্ষেত্রে ততটা উদ্যোগী নয়। এ কারণে দীর্ঘদিনেও ভালো কলেজের সংখ্যা বাড়েনি। রাজধানীতে হাতে গোনা ১৩-১৪টি ভালো কলেজ রয়েছে, যার আসন সংখ্যা ১৩ থেকে ১৪ হাজার। কিন্তু একাদশ শ্রেণী পড়ানো হয় রাজধানীতে এমন ১৩৫টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। কিন্তু যব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মানসম্মত শিক্ষক নেই, রয়েছে প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণের অভাব। ফলে কেউ এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তিতে আগ্রহী নয়।

রাজধানীতে ১৩৫টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মোট আসন আছে ৩৯ হাজার ৫১৯টি, অথচ ঢাকা বোর্ডেই এবার পাস করেছে ২ লাখ ১১ হাজার ৭৬১ জন। এদের মধ্যে জিপিএ-৫ পেয়েছে ২১ হাজার ১৪২ জন। এর বাইরে মফস্বলের অধিকাংশ কলেজেই নেই প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক, ধর্মের শিক্ষক পড়ান ইংরেজি বা সমাজের শিক্ষক পড়ান বিজ্ঞান। এছাড়া এসব প্রতিষ্ঠানে নেই প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণ। এমন প্রতিষ্ঠানও আছে যেখানে বিজ্ঞান শিক্ষার্থীদের কোনদিনই ব্যবহারিক ক্লাসে নেয়া হয় না। আর সরকারি কলেজগুলোতে শিক্ষক সংকট তো আছেই। মফস্বল থেকে ভাল ফল করে শিক্ষার্থীরা ছুটে আসেন রাজধানীসহ বিভাগীয় শহরে। আর এ কারণেই তীব্র প্রতিযোগিতা শুরু হয়। এবার এসএসসি পরীক্ষায় ৯ লাখ ৭ হাজার ৭৫৬ জন পরীক্ষার্থী উত্তীর্ণ হয়।

পৃষ্ঠা ২৩ কলাম

আসন সংকট নেই, রয়েছে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

এর বাইরে মাদ্রাসায় উত্তীর্ণ হয় ২ লাখ ৪১ হাজার ৫৭২ জন এবং ও কারিগরিতে উত্তীর্ণ হয় ৭৩ হাজার ৫৬৬ জন। এছাড়া এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় ৮২ হাজার ২১২ জন পরীক্ষার্থী জিপিএ-৫ পেয়েছে এবার।

ভালো কলেজের সংকট আছে এমন বাস্তবতা স্বীকার করে শিক্ষামন্ত্রণালয় জানিয়েছে, ভালো কলেজের সংকট থাকলেও আসনের কোন সংকট নেই। শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেন, ভর্তি নিয়ে কোনো সমস্যা হবে না। একাদশ শ্রেণীতে কোনো আসন সংকট নেই। বরং যে সংখ্যক শিক্ষার্থী পাস করেছে তার তুলনায় কলেজগুলোয় আসন আরও খালি থাকবে। গতবারও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে এক লাখ আসন খালি ছিল। ছাত্র সংকটের কারণে অনেক কলেজ বন্ধ করার মতো পরিস্থিতিও হয়েছে।

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক নোমান উর রশিদ বলেন, 'সবারই ভালো কলেজে ভর্তি হওয়ার ইচ্ছা থাকে। এই মানসিকতা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে'। তথ্য অনুযায়ী, এসএসসি পরীক্ষায় পাস করেছে সর্বমোট ৯ লাখ ৪ হাজার ৭৫৬ শিক্ষার্থী। আর একাদশ শ্রেণীতে সারাদেশে আসন রয়েছে ১১ লাখ ৩৭ হাজার ৫৬৯টি। অন্যদিকে মাদ্রাসায় দাখিলে পাস করেছে ২ লাখ ৪১ হাজার ৫৭২ জন। আর মাদ্রাসায় আলিম স্তরে আসন রয়েছে ১ লাখ ৮৫ হাজার। কারিগরি স্তরে এসএসসি (ভোকেশনাল) পাস করেছে ৭৩ হাজার ৫৬৬ জন। আর এ স্তরে আসন রয়েছে ১ লাখ ১৭ হাজার ৬৮০টি।

একাদশ শ্রেণীতে ভর্তি: আগামী ১২ মে থেকে সারাদেশের কলেজগুলোয় একাদশ শ্রেণীর ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু হবে। আর ১ জুলাই শুরু হবে একাদশ শ্রেণীর ক্লাস। সোমবার প্রকাশিত ফলে উত্তীর্ণদের ২০১২-১৩ শিক্ষাবর্ষে একাদশ শ্রেণীতে ভর্তির জন্যে কলেজগুলোয় ভর্তির আবেদনপত্র আগামী ১২ মে থেকে ৬ জুন পর্যন্ত গ্রহণ করা হবে। পুনর্নিরীক্ষণের ক্ষেত্রে যাদের ফল পরিবর্তন হবে তাদের জন্য ভর্তির আবেদন গ্রহণ করার শেষ তারিখ ১৪ জুন। বিলম্ব ফি ছাড়া ও বিলম্ব ফিসহ ভর্তি এবং ভিডি করার শেষ তারিখ যথাক্রমে ২৮ জুন ও ১২ জুলাই। ৬০০ শিক্ষার্থীর বেশি ভর্তি করানোর অনুমতি আছে এমন কলেজে অনলাইনে ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হবে। এছাড়া ৩০০ শিক্ষার্থী ভর্তির অনুমতি আছে তাদেরও অনলাইনে ভর্তির প্রক্রিয়া করতে হবে। আর এসএসসির ফলাফলের ভিত্তিতেই একাদশ শ্রেণীতে শিক্ষার্থী ভর্তি করা হবে। ভর্তির জন্য কোনো প্রকার পরীক্ষা নেয়া যাবে না। জিপিএ'র ভিত্তিতেই শিক্ষার্থী ভর্তি করাতে হবে। ভর্তির ক্ষেত্রে রাজধানীসহ দেশের সাতটি বিভাগীয় সদরের কলেজগুলোতে ৯০ শতাংশ আসন সবার জন্য উন্মুক্ত থাকবে। অবশিষ্ট ১০ শতাংশ আসনের মধ্যে পাঁচ শতাংশ আসন মুক্তিযোদ্ধার সন্তান-সন্ততি ও তাদের পোষ্যদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। তিন শতাংশ আসন বিভাগীয় সদরের বাইরের শিক্ষার্থীদের জন্য এবং দুই শতাংশ আসন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের সন্তান-সন্ততির জন্য সংরক্ষিত থাকবে। শিক্ষার্থীর কাছ থেকে আবেদন ফরম এবং ভর্তি ব্যবস্থাপনা ব্যয় বাবদ ১২০ টাকা গ্রহণ করা যাবে। শিক্ষার্থীর কাছ থেকে কোন অতিরিক্ত ফি গ্রহণ করা যাবে না। শিক্ষা মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, ২০১২-১৩ শিক্ষাবর্ষে একাদশ শ্রেণীতে ভর্তি নীতিমালা অনুমোদন করা হয়েছে। অনুমোদিত নীতিমালা লঙ্ঘনকারী প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া হবে। ভর্তি নীতিমালা লঙ্ঘনকারী বেসরকারি কলেজের বিরুদ্ধে পাঠদানের অনুমতি বা স্বীকৃতি এবং কলেজের এমপিওভুক্তি বাতিল করা হবে। সরকারি কলেজের ক্ষেত্রে অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা নেয়া হবে।